সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৪তম বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা ❑ আষাঢ়-১৪২৭ ❑ পৃষ্ঠা ৮

নানিয়ারচরের আম রপ্তানি হচ্ছে ২ | বীজ কোম্পানিগুলোকে কম মুনাফা ৩ | কৃষি তথ্য সার্ভিস এর উদ্যোগে ৪ | খরচ অর্ধেক কমবে চারা পদ্ধতিতে ৫ | নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাত ৬

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বেশি করে গাছ লাগাতে হবে-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে ও উপজেলায় ১০০টি করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সরকারি বাসভবন চত্বরে কাজু বাদামের চারা রোপণ করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, বর্তমান সময়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সারা বিশ্বের পরিবেশ, মানুষের জীবন ও জীববৈচিত্র্য চরম হুমকির সম্মুখীন। মানুষের জীবিকাও হুমকির সম্মুখীন। সেজন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করতে হলে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। সে লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রতিটি ইউনিয়নে ও উপজেলায় ১০০টি করে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষিমন্ত্রী ০৭ জুলাই ২০২০ মঙ্গলবার সকালে তার সরকারি বাসভবন থেকে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। সঞ্চালনা করেন অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল।

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামে, ইউনিয়নে ও উপজেলায়-জেলায় দেশীয় ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগাতে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ উদ্যোগের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল জনগণকে গাছ রোপণে উদ্বুদ্ধ করা হবে। পরে মন্ত্রী তার বাসভবন চত্বরে একটি কাজু বাদামের চারা রোপণ করে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রথম ধাপে প্রত্যেক উপজেলায় ১০০টি করে সারা দেশে প্রায় ৫০ হাজার বৃক্ষরোপণ করবে। দ্বিতীয় ধাপে

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে উচ্চফলনশীল জাতের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বায়ার ক্রপসায়েন্স কর্তৃক ১ লাখ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে উচ্চ ফলনশীল বীজ বিতরণ উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, করোনার কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে হলে খাদ্য উৎপাদন আরও অনেক বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। আমন ও রবি মৌসুমের ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ ও কম ফলনশীল জাতের আবাদ কমিয়ে উচ্চফলনশীল জাতের চাষাবাদের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে ১৬ জুন ২০২০ মঙ্গলবার সকালে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড, বাংলাদেশ কর্তৃক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ বিতরণ কার্যক্রম অনলাইনে (জুম প্ল্যাটফর্মে) উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে আমন ধান আবাদের এরিয়া বোরোর চেয়ে বেশি হলেও উৎপাদন অনেক কম। এর কারণ হচ্ছে আমনে কম উৎপাদনশীল দেশি অনেক জাতের ধানের চাষ হয়। সেজন্য উৎপাদন বাড়াতে হলে উন্নতমানের হাইব্রিড জাতের চাষাবাদ জনপ্রিয় করতে হবে ও মানসম্পন্ন পর্যাপ্ত বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বায়ার কর্তৃক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে উচ্চফলনশীল হাইব্রিড ধান বীজ বিতরণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড, বাংলাদেশ ১ লাখ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ঝালকাঠি সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন কৃষি সচিব

পরিদর্শনকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, কৃষি সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান ১১ জুলাই ২০২০ ঝালকাঠি সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি কর্তব্যরত ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলেন, চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। তাই এ সেবা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। 'করোনার পাশাপাশি অন্য রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। মাস্ক পরিহিত নন এমন কাউকে হাসপাতালে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে এ উপকরণ সরকারিভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে রোগী এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনকে আরো সচেতন করা দরকার।

এসময় তাঁর সঙ্গে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

নানিয়ারচরের আম রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে

রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলায় এবার আমের বাম্পার ফলন হয়েছে। করোনার এই সংকটের মধ্যেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে ইতোমধ্যে এ উপজেলার বগাছড়ি হতে ২ হাজার ৬০০ কেজি ল্যাংড়া, হিমসাগর ও আম্রপালি জাতের আম ইতালিতে এবং ৪০০ কেজি আম যুক্তরাজ্যে রপ্তানি করা হয়েছে। আরও, ৮ হাজার ৫০০ কেজি আম রপ্তানির আদেশ পাওয়া গেছে। এদিকে চিনেও আম রপ্তানির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এ মৌসুমে প্রায় ৭০-৮০ টন রপ্তানিযোগ্য আম এ উপজেলা থেকে সরবরাহ করা যাবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের' সহযোগিতায় এ উপজেলায় ল্যাংড়া, হিমসাগর, আম্রপালি, মল্লিকাসহ অন্যান্য জাতের আমের চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ কিছুদিন আগেও এলাকার চাষিরা আমে পোকামাকড়ের উপদ্রব, কম ফলন এবং পরিচর্যার অভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় আম চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

'বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের' পরিচালক মো. মেহেদী মাসুদ জানান, এ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় হর্টিকালচার সেন্টারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট আম চাষিদের বাগানের নিবিড় পরিচর্যা, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। এতে এ এলাকার আম বাগানের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এবং রপ্তানিযোগ্য আমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি আরও জানান, প্রকল্প এলাকার কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রকল্পের নিজস্ব ট্রাক এর মাধ্যমে আম পরিবহন করা হচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে 'বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প' এর মাধ্যমে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

২৭ জুন ২০২০, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি বীজ উৎপাদনে প্রথম হয়েছেন রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কৃষক ইবলুল হাসান

রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় ডাল তেল ও মসলাজাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন বিতরণ ও সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় সেরা এসএমই এর মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ১৪ জুন ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী জেলায় শ্রেষ্ঠ বীজ উৎপাদনকারী কৃষক নির্বাচিত হয়েছেন রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কাঁকন হাট পৌরসভার কৃষক মোঃ ইবলুল হাসান। কৃষিবিদ মোঃ শামছুল হক, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ সুধেন্দ্র নাথ রায়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মোঃ মনজুরুল হক, অতিরিক্ত উপপরিচালক মোছাঃ উম্মে সালমা, গোদাগাড়ী উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ শফিকুল ইসলাম।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে ইবলুল হাসানকে পেঁয়াজ, সরিষা, মুগ, তিলসহ বেশ কয়েকটি ফসলের বীজ, সার এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছিল। উপকরণসমূহ ব্যবহার করে কৃষক ইবলুল হাসান নিজে এসব ফসলের বীজ উৎপাদন করেন। পরবর্তীতে সেই বীজ তিনি প্যাকেটজাত করে প্রতিবেশী কৃষকদের মাঝে বিক্রয় করেন। বীজ প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেট করার জন্য তাকে সেলাই মেশিন, বীজ চালুনি, বীজ সংরক্ষণের প্যাকেট কৃষি অফিস থেকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছিল।

বীজ উৎপাদনে সবসময় কারিগরি সহযোগিতা করেন কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। এছাড়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক তার উৎপাদিত বীজ পরীক্ষা করে উন্নতমানের বীজ হিসেবে প্রত্যয়ন করা হয়েছে। তিনি গত বছর তার উৎপাদিত উন্নতমানের বীজ বিক্রয় করে তিন লক্ষাধিক টাকা আয় করেছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তি-বর্গ এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধিসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

বরিশালে 'মানবদেহে রোগ প্রতিরোধে দুধ, মাংস ও ডিমের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

'মানবদেহে রোগ প্রতিরোধে দুধ, মাংস ও ডিমের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনার ২২ জুন ২০২০ বারটানের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন। তিনি বলেন, শরীর সুস্থ রাখতে দুধ, ডিম এবং মাংসের পাশাপাশি ফল-সবজিও খেতে হবে। দেশে খাবারের কোনো অভাব নেই। শুধু পুষ্টির ঘাটতি আছে। আর অসচেতনতাই এজন্য দায়ী। এ থেকে উত্তরণে নিজেকে সচেতন হতে হবে। অপরকে করতে হবে উৎসাহিত।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম এবং ডিএই বরিশালের উপপরিচালক মো. তাওফিকুল আলম।

আয়োজক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. জামাল হোসেনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক মো. শহীদুল্লাহ, অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা. মো. নাসিরুদ্দিন আহমেদ, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. বাবুল আকতার, ভেটেরিনারি সার্জন ডা. মো. ইব্রাহিম খলিল, বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের স্বাস্থ্য অফিসার সুপব চন্দ্র ধর প্রমুখ।

সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বীজ কোম্পানিগুলোকে কম মুনাফা অর্জন করার অনুরোধ মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর

দেশের বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলোকে বীজে কম মুনাফা অর্জন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। তিনি বলেন, বৈশ্বিক মহামারী করোনার এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশ ও এদেশের কৃষকেরাও বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি। এটি মোকাবিলায় সরকার কৃষিখাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভর্তুকিসহ নানা প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। এবছর কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা ও আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে হাইব্রিড ধান বীজ, ভুট্টা বীজ ও সবজি বীজসহ অন্যান্য বীজে কম মুনাফা অর্জন করার জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নিয়ে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলোকে কৃষকের সেবায় কৃষির সেবায় এগিয়ে আসতে হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২২ জুন ২০২০ সোমবার সকালে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসজনিত বিরাজমান পরিস্থিতিতে 'বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, আমদানি, সরবরাহ ও বিপণন নিরবচ্ছিন্ন রাখা' বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে অনলাইন সভায় এ কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

মন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সকলের সহযোগিতার ফলে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের অসহনীয় দুর্যোগের মাঝে ও লক্ষ্যমাত্রার অধিক বোরো ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে আউশ ধান বীজ, আমন ধান বীজ ও পাট বীজ কৃষকদের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সারাদেশে রেকর্ড পরিমাণ আউশের আবাদ

শেষের পাতার পর

মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩ লাখ ৩৬ হাজার ৫৬৬ হেক্টর জমিতে আউশ চাষ হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি (১০০.৫২%)। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩ লাখ ২৯ হাজার ৬০০ হেক্টর। আর গতবছরের তুলনায় ২ লাখের বেশি হেক্টর জমি বেড়েছে এবার। গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১১ লাখ ৩৪ হাজার হেক্টর জমিতে আউশ চাষ হয়েছিল, উৎপাদন হয়েছিল ৩০ লাখ ১২ হাজার মেট্রিক টন। এবছর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৬ লাখ ৪৪ হাজার ৮শ মেট্রিক টন। ফলে আশা করা হচ্ছে, গত অর্থবছরের চেয়ে এবার আউশ উৎপাদন কয়েক লাখ টন বাড়বে।

আউশ আবাদ বৃদ্ধির জন্য ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৪৩৪ জন কৃষককে কৃষি প্রণোদনার আওতায় বীজ ও সার এবং ৮২ হাজার ৪০০ জনকে বীজসহ মোট ৪ লাখ ৬৫ হাজার ৮৩৪ জন কৃষককে সরকারি সহায়তা হিসাবে কৃষি উপকরণ দেয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাগণ করোনার দুর্যোগের মাঝেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কৃষকের পাশে থেকে আউশ আবাদে উদ্বুদ্ধ করেছেন, সহায়তা করেছেন। পাশাপাশি, যথাসময়ে বৃষ্টিপাত হওয়ায় আবহাওয়া আবাদের অনুকূলে ছিল এবং বোরো ধানের ভাল দাম পাওয়ায় কৃষকেরা ধানচাষে আগ্রহী হয়েছেন।

এ ছাড়াও, ২০২০-২১ অর্থবছরে আমন আবাদের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৫৯ লাখ হেক্টর ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ৫৬ লাখ মেট্রিক টন চাল। আমন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কম ফলনশীল জাতের আবাদ কমিয়ে আধুনিক/উফশি জাতের সম্প্রসারণ ও হাইব্রিড জাতের এলাকা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে। এর সাথে, মানসম্পন্ন বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, সুষম সারের নিশ্চয়তা, পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা, সেচ খরচ হ্রাসকরণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

আমনে উৎপাদন বাড়াতে এবারই সরকার প্রথম বীজে ভর্তুকি প্রদান করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় হতে বিএডিসির ১৯,৫০০ মে. টন আমন ধানবীজ চাষি পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য ২০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হয়েছে। বিএডিসি তাদের ঘোষিত নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যের চেয়ে কেজি প্রতি ১০ টাকা কম দামে উফশী আমন ধানবীজ ও হাইব্রিডের ক্ষেত্রে কেজি প্রতি ৫০ টাকা কম দামে চাষি পর্যায়ে বীজ বিক্রি করেছে।

০১ জুলাই ২০২০, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বরিশালের আউশ আবাদ সর্বকালের শীর্ষে

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

আউশ আবাদে আন্তঃপরিচর্যা করছেন কৃষকেরা

বরিশাল অঞ্চলে চলতি আউশের আবাদ সর্বকালের শীর্ষে। ছয় জেলার এ অঞ্চলে কৃষকের মাঝে এ নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। মৌসুমের শুরুতেই চারা রোপণ সম্পন্ন হয়েছে। এখন চলছে যত্ন-আত্তির কাজ। প্রণোদনা, বীজ সহায়তার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হওয়ায় চাষিরা এতে উৎসাহিত হয়েছেন। সে সাথে ধানের আশানুরূপ বাজারমূল্য এ অর্জনের অন্যতম কারণ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) তথ্য মতে, এবার ২ লাখ ৪২ হাজার ৫৯৬ হেক্টর জমিতে আউশ ধান আবাদ হয়েছে, যা লক্ষমাত্রার শতকরা ৯৯.৩২ ভাগ। এর মধ্যে বরিশালে ১৮৬৪০ হেক্টর, পিরোজপুরে ১৭ হাজার ১৩৫ হেক্টর, ঝালকাঠিতে ১৪ হাজার ২৬৫ হেক্টর, পটুয়াখালীতে ৩৭ হাজার ৯৭৬ হেক্টর, বরগুনায় ৫৫ হাজার ৮২৫ হেক্টর এবং ভোলায় ৯৮ হাজার ৭৫৫ হেক্টর জমি। গত বছর (২০১৯-২০) আবাদের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৮১ হাজার ৫২৫ হেক্টর। গতবারের তুলনায় প্রায় ৩৪ শতাংশ বেশি।

এ অঞ্চলের ৬২ হাজার ৬৬৯ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির মাঝে প্রণোদনা হিসেবে প্রত্যেককে এক বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমির জন্য ৫ কেজি হারে উফশী জাতের আউশের ধানবীজ, সে সাথে ২০ কেজি ডিএপি এবং ১০ কেজি এমওপি সার সময়মতো বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৪ হাজার ২৬৫ জন চাষিকে মোট ৭৫.৮ মেট্রিক টন বীজ সহায়তা প্রদান করা হয়।

প্রকৃতির বিরূপ প্রভাবে এ অঞ্চলে বিগত বছরগুলোতে আউশ উৎপাদনের লক্ষমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তবে এবারের চিত্র ভিন্ন। কৃষি বিভাগের উদ্বুদ্ধকরণ, মনিটরিং, পরামর্শ এবং অনুকূল আবহাওয়ার কারণে আউশ আবাদে কৃষকের যথেষ্ট আগ্রহ বেড়েছে। তাদের মধ্যে সচেতনতাও সৃষ্টি হয়েছে বেশ। ভালো বীজ ব্যবহার, সঠিক সময়ে চারা লাগানো, লাইনে রোপণ, পরিচর্যা এবং রোগপোকা দমন এ বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ চাষির পছন্দের জাত হচ্ছে ব্রি ধান৪৮। উচ্চফলনশীল অন্যান্য জাতের মধ্যে বিআর২১, বিআর২৬, ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৫৫, ব্রি ধান৮২, বিনা ধান-১৪, বিনা ধান-১৯ অন্যতম। সরকার এবং কৃষকের প্রচেষ্টা সফল হওয়ায় এবার শস্যের গড় ফলনও বাড়বে কাঙ্ক্ষিত।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন বলেন, চৌদ্দ অঞ্চলের মধ্যে বরিশালে আউশের লক্ষমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ। আমরা এর প্রায় শতভাগ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে করোনাপরবর্তী খাদ্য নিশ্চিতকরণে বরিশাল অঞ্চলের বাড়তি উৎপাদন বিরাট ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

সংশোধনী

* বাংলাদেশের একজন মানুষও যেন না খেয়ে না থাকে। পিরোজপুরের নাজিরপুরে কৃষককে কম্বাইন্ড হারভেস্টার দিলেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী, পৃষ্ঠা- ৪
* মো. দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী, নওগাঁর পোরশা, পৃষ্ঠা- ৩
সম্প্রসারণ বার্তা চৈত্র-বৈশাখ (১৪২৬-১৪২৭)

কৃষি তথ্য সার্ভিস এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কার্যালয় এর আয়োজনে সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রেখে "করোনাকালীন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষিতে করণীয়" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঢাকা

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব ড. এম. সাহাব উদ্দিন, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক অফিস, ঢাকা কর্তৃক ৮-৯ জুন ২০২০ 'অফিস ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক শীর্ষক দু'দিনের কর্মচারী প্রশিক্ষণ এবং ১০-১১ জুন ২০২০ কর্মকর্তাদের 'কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তি' বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের সম্মানিত পরিচালক জনাব ড. এম. সাহাব উদ্দিন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষিবিদ অঞ্জন কুমার বড়ুয়া, উপপরিচালক (গণযোগাযোগ), জনাব মো. রেজাউল করিম, কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প পরিচালক জনাব কৃষিবিদ ড. মো. সাইফুল ইসলাম, ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ (অ.দা), কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ। যথাযথ সমাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আয়োজিত উল্লিখিত প্রশিক্ষণে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কৃতসা, ঢাকা

পাবনা

"করোনাকালীন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষিতে করণীয়" শীর্ষক এক সেমিনার ১১ জুন ২০২০ বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আজাহার আলী ।

করোনাকালীন খাদ্য নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকনির্দেশনা নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (গবেষণা) কৃষিবিদ ড. সমজিৎ কুমার পাল। কৃষি তথ্য বিস্তারে কৃষি তথ্যের ভুমিকা বিষয়ে আলোকপাত করেন, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ প্রশান্ত কুমার সরকার। ই-কৃষির উপর বক্তব্য দেন, রাজশাহী আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল কাফি। কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক অফিস, পাবনার আয়োজনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা পর্যায়ের সকল কর্মচারী, প্রতিষ্ঠিত কৃষক, কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের সদস্যবৃন্দ ও সাংবাদিক প্রতিনিধিসহ চল্লিশজন ব্যক্তি এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

মো.জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা

সিলেট

কৃষি তথ্য সার্ভিস এর উদ্যোগে কৃষি তথ্য সার্ভিস, সিলেট অঞ্চল, সিলেটের আয়োজনে ১৩ জুন ২০২০ অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের হলরুমে 'বৈশ্বিক মহামারী করোনাকালীন সময়ে কৃষিতে করণীয়: সমস্যা ও প্রতিকার' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ জনাব ড. আলহাজ উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

প্রধান অতিথি বলেন বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ও আমাদের মাঠে গিয়ে কাজ করতে হবে অন্যথায় কৃষি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। প্রধানমন্ত্রীর ৩১টি নির্দেশনার মধ্যে প্রতি ইঞ্চি জায়গা যাতে ফাঁকা না থাকে সেটা যেন চাষের আওতায় আনা হয়। সেজন্য প্রতি ইউনিয়নে ১০০টি করে পারিবারিক সবজি বাগান করতে হবে, মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। করোনাকালীন সময়ে আমাদের নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে সম্পৃক্ত কর্মকান্ড এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সম্মানিত মহাপরিচালক বলেছেন করোনাকালীন সময়ে কৃষিকে চাঙ্গা রাখাই আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ। এই জন্য আমাদের সরকারি স্বাস্থ্য বিধি মেনে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। কৃষি বিভাগ করোনাকালীন সময়ে নিরলসভাবে কাজ করায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আমাদেরকে ফ্রন্ট লাইন যোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা দেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন–কৃষিবিদ মজুমদার মো: ইলিয়াস, উপপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, সিলেট। তিনি বর্তমান করোনাকালীন সময়ে সিলেট অঞ্চলের কৃষির সমসাময়িক অবস্থা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা উপস্থাপনা করেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ দিলীপ কুমার অধিকারী, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, এটিআই, খাদিমনগর সিলেট। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ জনাব শ্রীনিবাস দেবনাথ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট। উক্ত সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীগণ ও সম্মানিত কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

আসাদুল্লাহ, এআইসিও, কৃতসা, সিলেট

রংপুর

বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বল্প পরিসরে ৭ জুন ২০২০ রোজ রোববার সকাল ১০ ঘটিকায় ডিএই, রংপুর, উপপরিচালকের হলরুমে মহামারী করোনায় (কোভিট-১৯) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষিতে করনীয় শীর্ষক সেমিনারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চল, রংপুর এর অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি তথ্য সার্ভিস এর আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থপন করবেন ডিএই রংপুর এর উপপরিচালক ড. মো. সরওয়ারুল হক। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। পরে অধ্যক্ষ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা বিধু ভূষন রায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর মো: সিরাজুল ইসলাম দুই জন আলোচক সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। এ সেমিনারে রংপুর বিভাগের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা, উপজেলা পর্যায়ের কর্মচারী, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীগণ, বিএডিসির যুগ্ম পরিচালক, (সার) উপপরিচালক, (বীজ বিপণন) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এর জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বেতার রংপুরের আঞ্চলিক পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার রংপুর, দিনাজপুর ও গাইবান্ধার উপপরিচালকগণ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ, এনজিও ও কৃষক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ড. মুহা: রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, ঢাকা

রাঙ্গামাটিতে করোনাকালীন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষিতে করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণ

কৃষি তথ্য সার্ভিসের রাঙ্গামাটি আঞ্চলিক কার্যালয় এর আয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাঙ্গামাটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ১২ জুন ২০২০ করোনাকালীন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষিতে করণীয় শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা। এছাড়া বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: নাসিম হায়দার এবং আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী।

সভাপতির বক্তব্যে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন করোনা পরবর্তী দুর্ভীক্ষ রুখতে পারে একমাত্র কৃষিই। কৃষি বিভাগের উপর প্রধানমন্ত্রীর এই আস্থা আর নির্ভরতা সম্প্রসারণ কর্মীদের কৃষকের পাশে থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা যেকোন মহামারীতে জীবনের ঝুকি নিয়ে যুদ্ধ করে যেতে সাহস যোগাবে র্মমে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করনে।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, রাঙ্গামাটি

কুমিল্লায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, (বিনা) কুমিল্লার আয়োজনে বিনা কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রম আরো গতিশীল, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষক, বীজ ও সার ডিলার, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দসহ বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা এর বিজ্ঞানীগণের সমন্বয়ে ২২ জুন ২০২০ বিনার হলরুমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মো. হায়দার হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), কুমিল্লা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ আব্দুর রাকিব, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা। কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিয়ে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করেন কাজী তাহমিনা আক্তার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা। বাংলার মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বাস্তবায়ন করে অধিক উৎপাদিত ফসল বিদেশে রপ্তানী করে দেশের সার্বিক অবকাঠামোকে বৃদ্ধি করা সভার উদ্দেশ্য উল্লেখ করে আলোচনা করেন কুমিল্লা জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মচারী প্রমুখ।

ঝালকাঠি সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন কৃষি সচিব

প্রথম পাতার পর

মো. জোহর আলী, জেলা পুলিশ সুপার ফাতিহা ইয়াসমিন, জেলা সিভিল সার্জন ডা. মো. আবু আল হাসান, সিভিল সার্জন ডা. মো. আবু আল হাসান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডা. রিফাত আহমেদ, আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. জাফর আলী দেওয়ান।

এর আগে তিনি সার্কিট হাউজে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) বরিশাল অঞ্চল ও ঝালকাঠির জেলায় উর্ধ্বতন কর্মচারীদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন।

অনলাইনে নিরাপদ কৃষিপণ্য ক্রয়/বিক্রয়ে ভিজিট করুন ফুড ফর ন্যাশন
www. foodfornation. gov.bd

খরচ অর্ধেক কমবে চারা পদ্ধতিতে আদা চাষে

কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, দিনাজপুর

কৃষিজীবী ও ছাদবাগানীদের মাঝে আদা-মরিচের চারা বিতরণ করছেন অতিথিবর্গ

মুজিব শতবর্ষে করোনা সংকটকালীন নতুন কৃষি প্রযুক্তির মাঠ প্রয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) রংপুর অঞ্চল। 'এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এমন নির্দেশনা বাস্তবায়ন উদ্যোগের একটি অংশ হিসেবে রংপুর মেট্রো এলাকার ছাদ কৃষি ও বসতবাড়ির আঙিনায় মসলা ফসল চাষে উদ্বুদ্ধ করতে অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী নিজ উদ্যোগে ১৬ জুন ২০২০ তাঁর অফিস চত্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাদবাগানী ও স্থানীয় কৃষিজীবীদের মাঝে আদা ও মরিচের চারা বিতরণ করেন। পর্যায়ক্রমে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার আদার চারা ও সমপরিমাণ হাইব্রিড মরিচের চারা ছাদ বাগানী ও স্থানীয় কৃষিজীবিদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ রংপুর জেলা শাখার সভাপতি ও ডিএই এর অবসরপ্রাপ্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আলী আজম, ডিএই রংপুর জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. সরওয়ারুল হক, রংপুর মেট্রো কৃষি অফিসের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোসলেমা খাতুন, সিনজেনটা ফাউন্ডেশন ফর সাসটেনেবল এগ্রিকালচারাল, বাংলাদেশ এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার কৃষিবিদ মো. শাহিনুর ইসলাম শাহিন, নাশিক প্লান্ট এন্ড প্লট রংপুর এর কৃষিবিদ জান্নাত মৌ প্রমুখ।

অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী জানান সাধারণত আদা রোপণের সময় আদা বীজ যাতে চুরি না হয় সে জন্য আদা চাষিরা আদা রোপণের সাথে সাথে পাহারার ব্যবস্থা করে থাকেন। তবে নতুন এ প্রযুক্তিতে এ ধরনের সামাজিক সমস্যার কোন সুযোগ থাকবে না। চারা রোপণের পর অতি বৃষ্টিপাত হলেও ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক কম হয়ে থাকে, যেখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে আদা পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তিনি আরও জানান এবারের উৎপাদিত চারার ফলাফল সন্তোষজনক হলে আগামীতে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে আদা চাষের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

আদার চারা উৎপাদন করে মাঠে বা টবে রোপণের এ প্রযুক্তিটি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বলে দাবি করছেন চারা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রংপুরে অবস্থিত নাশিক প্লান্ট এন্ড প্লট এর প্রতিনিধি।

প্রযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে কৃষিবিদ মো. শাহিনুর ইসলাম শাহিন বলেন বর্তমানে আদা চাষে যে পরিমাণ বীজ-আদার প্রয়োজন হয় তার চেয়ে এ পদ্ধতিতে আট ভাগের এক ভাগ বীজ আদার প্রয়োজন হবে। এ প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ বাস্তবায়ন হলে কেবল বীজ আদা হতেই বছরে প্রায় ২৫ হাজার মেট্রিক টন আদা অপচয় রোধ করা সম্ভব। প্রচলিত পদ্ধতিতে যেখানে এক কেজি বীজ আদা দিয়ে মূল জমিতে ২৫-৩০টি গাছ উৎপাদিত হয়, সেখানে মাটিবিহীন ও মাইক্রোপ্রোপাগেশনের এ পদ্ধতিতে ২৫০-৩০০ চারা গাছ উৎপাদন করে মূল জমিতে রোপণ করা যায়। এ প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে আদা চাষে মোট উৎপাদন খরচের প্রায় অর্ধেক সাশ্রয় হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বেশি করে গাছ লাগাতে হবে

প্রথম পাতার পর

দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে আরও ১০০টি করে বৃক্ষরোপণ করা হবে। এতে পরিবেশের ভারসাম্যরক্ষা করতে ফলদ, বনজ ও ঔষধির পাশাপাশি মশলা জাতীয় গাছ লাগানো হবে।

এবছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি আউশ আবাদ হয়েছে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আউশে ও আমনে অনেক সময় বন্যার কারণে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করে বন্যার কারণে আমন ফসলটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবিলায় সব ধরনের পূর্বপ্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। বিকল্প বীজতলা তৈরি, নিয়মিতভাবে আবহাওয়া মনিটরিং, ভারতের সাথে যোগাযোগসহ সব প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে যাতে করে বন্যার কারণে ফসলের ক্ষতি মোকাবিলা করা যায়।

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, কৃষিতে সম্ভাবনা অপরিসীম। সে সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। দানাদার খাদ্যে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় এখন মূল লক্ষ্য হলো কৃষিকে বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বহুমূখীকরণ করা। কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানি বাড়াতে হবে। সেজন্য কাজু বাদাম, কফি, ড্রাগন ফল, গোল মরিচ প্রভৃতি অপ্রচলিত ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এগুলোর আবাদ ও রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সমভব। তিনি আরও বলেন, এদেশের শিক্ষিত তরুন প্রজন্মকে আধুনিক কৃষিকাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাঁদের মাধ্যমেই কৃষিখাতে নতুন মাত্রা যোগ হতে পারে, কৃষি উন্নত ও আধুনিক হতে পারে। সেজন্য তরুন প্রজন্মকে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত হতে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে ।

কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেন, কোভিড-১৯ এর প্রকোপের কারণে মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের কর্মসূচির অনেকগুলো আপাতত স্থগিত হলেও পরবর্তীতে পরিস্থিতির উন্নতি হলে এসব কর্মসূচি পালন করা হবে ।

তিনি আরও বলেন, প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখতে আকাশমনি, মেহগনি, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি গাছ লাগানো যাবে না। দেশিয় ফলদ, বনজ, ঔষধি ও মশলা জাতীয় গাছ লাগাতে হবে। এসময় তিনি কাজু বাদাম চাষে আগ্রহ বাড়াতে প্রতিটি উপজেলা চত্বরে অন্তত ১টি করে কাজু বাদামের গাছ লাগানো হবে বলে জানান।

এ অনলাইন সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ আরিফুর রহমান অপু, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) মোঃ মাহবুবুল ইসলাম, বিএডিসির চেয়ারম্যান মোঃ সায়েদুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধানসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১৪ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকগণ এ অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পুষ্টি কর্ণার : লটকন

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

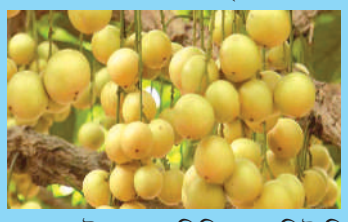

লটকন একটি ভিটামিন বি-২ সমৃদ্ধ অম্লমধুর ফল। প্রতিটি ফলের ভক্ষণীয় অংশে মোট খনিজ পদার্থ ০.৯ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৯১ কিলোক্যালরি, আমিষ ১.৪২ গ্রাম, চর্বি ০.৪৫ গ্রাম, লৌহ ০.৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-১ ০.০৩ এবং ভিটামিন বি-২ ০.১৯ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান থাকে। এ ফল খেলে বমিভাব দূর হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়। আমাদের দেশে নরসিংদী, গাজীপুর, নেত্রকোনা ও সিলেট এলাকায় লটকন চাষ বেশি হয়। ফল গোলাকার ক্যাপসুল, পাকলে হলুদ বর্ণের হয়। ফলের খোসা ছাড়ালে ৩/৪টি বীজ পাওয়া যায়। ফল হিসেবেই লটকন ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাত নিশ্চিতকরণে কৃষক প্রশিক্ষণ

“ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফল এবং সবজি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ কর্মসূচি” এর আওতায় মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় ৪ জুন ২০২০ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে কৃষি পণ্য বিশেষ করে শাক-সবজিও ফলমূল বাজারজাতকরণে নতুন দিগন্তের শুভ সূচনা হলো। দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষনাসহ মূল্যবান কারিগরি দিকনির্দেশনা প্রদান করেন প্রধান অতিথি জনাব ড. আলহাজউদ্দিন আহম্মেদ, পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। তিনি সর্ব প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত করোনাকালীন করোনীয় সম্পর্কে ও উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ ফল বিশেষ করে আম উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে গুরত্বপূর্ণ সেশন পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে জনাব মো: শাহজাহান আলী বিশ্বাস, উপপরিচালক, ডিএই, মানিকগঞ্জ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বিভূতিভূষণ সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ঢাকা অঞ্চল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: রাজু আহমেদ, কর্মসূচি পরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা, উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলায় ১৬ টি উপজেলায় আগামী দুই অর্থ বছরের মধ্যে উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ফল ও সবজি উৎপাদন ৫% বৃদ্ধি এবং বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা

কৃষিবিদ মো: রাজু আহমেদ,
কর্মসূচি পরিচালক, ডিএই

খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে উচ্চফলনশীল জাতের উপর

প্রথম পাতার পর

কৃষকের মাঝে তাদের উৎপাদিত উচ্চফলনশীল হাইব্রিড ধান বীজ ও সবজি বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করবে। বায়ার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় ৫১টি জেলায় মোট ৩০০ মেট্রিক টন ধান বীজ এবছর জুনের মধ্যে ৫০ হাজার ও নভেম্বরের মধ্যে ৫০ হাজার কৃষকের মাঝে বিতরণ করবে। বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড জার্মানির বায়ার গ্রুপ (Bayer Group) ও বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (BCIC) এর যৌথ উদ্যোগ। বাংলাদেশের কৃষিখাতে সংস্থাটি ৩৫ বছরের বেশি সময় ধরে উন্নতমানের বালাইনাশক ও হাইব্রিড বীজ সরবরাহে কাজ করছে।

এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, জার্মান রাষ্ট্রদূত পিটার ফাহরেনহোলজ (Peter Fahrenholtz), বায়ার সাউথ এশিয়ার সিনিয়র প্রতিনিধি (Senior Bayer Representative) ডি. নারাইন (D Narain) এবং বায়ার-এর ক্রপসায়েন্স ডিভিশনের ভারত-বাংলাদেশ-শ্রীলংকার চিফ অপারেটিং অফিসার (COO) সায়মন থর্স্টেন উইবাস (Simon-Thorsten Wiebusch)। বায়ার বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন বায়ার বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীনিবাস কুমার কারাভাদি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার মণ্ডল, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব আনোয়ার ফারুক এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক হামিদুর রহমান প্রমুখ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

করোনার কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলায়

শেষের পাতার পর

(অ্যামচ্যাম) ধন্যবাদ জানান। আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচ্যাম) নিজেদের দায়িত্বশীলতার অংশ হিসেবে কোভিড- ১৯ মহামারীর সংক্রমণে আক্রান্ত প্রান্তিক পর্যায়ে 'কৃষকদের জন্য সহায়তা কর্মসূচিটি' হাতে নিয়েছে। যাতে কৃষকেরা নিজ নিজ পরিবারের অর্থনৈতিক চাহিদাগুলো তাৎক্ষণিক পূরণ করতে পারেন। অ্যামচ্যাম নিজস্ব সদস্যবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন-সহায়তার ভিত্তিতে সাজিদা ফাউন্ডেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচিটির আওতায় সিরাজগঞ্জের মোট ১ হাজার কৃষক ও তাঁদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সহায়তা তথা অনুদান দেওয়া হচ্ছে, যাতে তাঁরা কৃষি কাজে বিনিয়োগের পাশাপাশি জীবিকা উপার্জনের টেকসই উপায় খুঁজে পান। একই সাথে, এর মাধ্যমে সরকারের কৃষিবিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কৃষকদের সংযোগ ঘটিয়ে দিতে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবে।

অ্যামচ্যামের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ এরশাদ আহমেদের সভাপতিত্ব এ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার, সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. ফারুক আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অ্যামচ্যামের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

আন্তঃফসল হিসেবে মরিচের সাথে পেঁয়াজ চাষে বালাইব্যবস্থাপনা কৃষক প্রশিক্ষণ ১২ জুন ২০২০ ভোলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) সরেজমিন গবেষণা বিভাগ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

শোকবার্তা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বগুড়া জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: আবুল কাশেম আজাদ, ৮ম ব্যাচ (পরিচিতি নং-১৫২৪) কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে ০৫ জুলাই ২০২০ তারিখে ১১.১৫ ঘটিকায় ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি ও কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শোকবার্তায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আবুল কাশেম আজাদ চাকরিকালে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তার দায়িত্ব পালন করে কৃষি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। করোনার এই দুঃসময়েও তিনি কৃষির সেবায় কৃষকের পাশে থেকে কাজ করে গেছেন। কৃষিক্ষেত্রে তার ভূমিকা এদেশের কৃষিবিদসহ সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বীজ কোম্পানিগুলোকে কম মুনাফা অর্জন করার

৩য় পাতার পর

মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে আউশ ধান আবাদ কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। আশা করা যায়, কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে আউশেও বোরোর মতো ভালো ফলন পাওয়া যাবে।

শুরুর দিকে মৌসুমি ফল ও শাকসবজি বাজারজাতে কিছু সমস্যা থাকলেও এখন তেমন সমস্যা নেই বলে উল্লেখ করেন কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, মোটামুটি ভাল দামেই চাষিরা তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারছে। পাশাপাশি, আমসহ মৌসুমি ফলেরও ভাল দাম পাচ্ছে কৃষক।

করোনার কারণে দেশের এই ক্রান্তিকালে আসন্ন আমন মৌসুমে উৎপাদন বাড়ানো এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমন ধান আবাদের এরিয়া বোরোর চেয়ে বেশি হলেও উৎপাদন অনেক কম। একমাত্র উচ্চফলনশীল জাতের গুণগতমানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা ১৫-২০% বৃদ্ধি করা সম্ভব। তিনি বলেন, আমন ও রবি মৌসুম সামনে, সেখানে অনেক শাক-সবজি, ভুট্টা, ডাল, তেলসহ উফশীধান ও হাইব্রিড ধান বীজের প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য, স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতে কৃষি মন্ত্রণালয় সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেন, করোনার প্রকোপের শুরু থেকেই কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাসমূহ এবং সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সারা বিশ্বে খাদ্য সংকটের যে সম্ভাবনা রয়েছে, আশা করা যায়, বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়বে না।

সভায় জানানো হয়, এবারই সরকার প্রথম বীজে ভর্তুকি প্রদান করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় হতে বিএডিসির ১৯,৫০০ মে. টন আমন ধানবীজ চাষি পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য ২০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হয়েছে। বিএডিসি তাদের ঘোষিত নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যের চেয়ে কেজি প্রতি ১০ টাকা কম দামে উফশী আমন ধানবীজ ও হাইব্রিডের ক্ষেত্রে কেজি প্রতি ৫০ টাকা কম দামে চাষি পর্যায়ে বীজ বিক্রি করেছে।

এ অনলাইন সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ আরিফুর রহমান অপু, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব (বীজ) আশ্রাফ উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোলসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সংস্থাপ্রধানগণ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার মণ্ডল, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব ড. এস. এম নাজমুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হেমনাথ ভান্ডারি এবং সুপ্রিম সিড, এসিআই, এমএম ইস্পাহানি, ব্র্যাক, ইউনাইটেড সিড, মল্লিকা সিড, লাল তীর সিড, সিনজেনটা, বায়ার ক্রপস, পারটেক্স এগ্রো, মেটাল সিড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ সংযুক্ত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কাজু বাদাম, কফি, ড্রাগন ফলসহ অপ্রচলিত

শেষের পাতার পর

বর্তমান অর্থবছরে প্রকল্পভুক্ত ৫১টি উপজেলায় ৫১টি ডাবল কেবিন পিকআপ সরবরাহ করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিস্তার ও কৃষক প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব বিবেচনা করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: মেয়াদে দেশের ৪৭টি জেলার ১০৬টি উপজেলায় ৩১৪.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করছে।

এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ শাহ আলম, প্রকল্প পরিচালক তাজুল ইসলাম পাটোয়ারি প্রমুখ। এসময় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধানসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৪তম বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা
❑ আষাঢ়-১৪২৭ বঙ্গাব্দ; জুন-জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

করোনার কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সরকার সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, বৈশ্বিক মহামারী করোনার প্রভাবে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে সরকার সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। করোনার দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশ ও এদেশের কৃষকেরাও বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি। এটি মোকাবিলায় সরকার কৃষিখাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভর্তুকিসহ নানা প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে ০৫ জুলাই ২০২০ রবিবার সকালে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স (অ্যামচ্যাম) বাংলাদেশ কর্তৃক কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সহায়তা কার্যক্রম অনলাইনে উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে হলে খাদ্য উৎপাদন আরও অনেক বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। যাতে করে দেশে খাদ্যের কোন ঘাটতি না হয়, খাদ্য আমদানি করতে না হয়। বরং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের সম্ভাব্য খাদ্য সংকটে আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ যাতে তার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য নিয়ে সহযোগিতা করতে পারে। তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে করোনা দুর্যোগের মাঝেও লক্ষ্যমাত্রার অধিক বোরো ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে আউশ ধান বীজ, আমন ধান বীজ ও পাট বীজ কৃষকদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে। আমনে ও রবি মৌসুমে উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সব সময়ই সহযোগিতা করে আসছে। অ্যামচ্যামের এই কর্মসূচি এ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে। সিরাজগঞ্জ বন্যা কবলিত এলাকার কৃষকেরা এ কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হবে। কৃষিমন্ত্রী এসময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও অ্যামেরিকান চেম্বার অব কমার্সকে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সারাদেশে রেকর্ড পরিমাণ আউশের আবাদ
আবাদ বেড়েছে ২ লাখ হেক্টর জমি

বৈশ্বিক মহামারী করোনার প্রভাবে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলাতে নিরলসভাবে কাজ করছে কৃষি মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে করোনাভাইরাসের দুর্যোগের মাঝেও লক্ষ্যমাত্রার অধিক বোরো ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এখন আউশ ও আমন উৎপাদন বাড়ানো লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চলছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে আউশ ধান বীজ, আমন ধান বীজ, পাট বীজ, সার, সেচসহ বিভিন্ন প্রণোদনা কৃষকের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

কাজু বাদাম, কফি, ড্রাগন ফলসহ অপ্রচলিত ফসলের উৎপাদন বাড়ানো ও প্রক্রিয়াজাতে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে
–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কাজু বাদাম,কফি, ড্রাগন ফলসহ অপ্রচলিত ফসলের চাষাবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রক্রিয়াজাতে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। প্রধান অতিথি হিসাবে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৫ জুন ২০২০ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে উপজেলা পর্যায়ে কৃষি কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে উপজেলা কৃষি অফিসারদের অনুকূলে গাড়ি বিতরণকালে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রচলিত ফসলের সাথে কাজু বাদাম, কফি, ড্রাগন ফলসহ বিভিন্ন অপ্রচলিত ফসলের চাষাবাদ, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উত্তরাঞ্চলের অনেক জেলাতে কাজু বাদাম, কফি প্রভৃতি চাষ সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাজারে এগুলোর চাহিদা অনেক বেশি, দামও বেশি। সেজন্য এসব ফসলের চাষাবাদ ও প্রক্রিয়াজাত বাড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, চাষাবাদের জমি বাড়ানোর সুযোগ খুব একটা নেই, বরং জমি দিন দিন কমে যাচ্ছে। সেজন্য একই জমিতে বার বার ফসল উৎপাদন করতে হবে, ফসলের নিবিড়তা বাড়াতে হবে এবং ফসলে বৈচিত্র্য আনতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। কৃষিতে এ সরকারের এখন মূল লক্ষ্য হলো খোরপোসের কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও লাভজনক করা। কৃষিমন্ত্রী এসময় কৃষিকাজ করে কৃষকেরা যাতে লাভবান হতে পারে, নিজেদের জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উন্নত-সমৃদ্ধ জীবন উপহার দিতে পারে সে লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, 'উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের' মাধ্যমে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd